পলাশ বনে

রুপোর পাতের মত আঁকাবাঁকা নদী
সবুজ বনের ধারে শুয়ে আছে অলস জলের সীমানায়
টুকরো টুকরো উচ্ছ্বাস নাগরিক মানুষের ভিড়ে
সহসা নির্বাক করে সব মুখরতা অরণ্য - কাঁপানো হুঙ্কার
শুকনো পাতার মতো আচমকা হাওয়ায় এলোমেলো
আব্ছা - আলো অন্ধকারে ঝাঁপ দেয় কয়েকটা সন্ত্রস্ত হরিণ;
'বাঘ, বাঘ!' -রোমহর্ষ নিরীক্ষামিনারে
অতঃপর
চিতল -এর নিশ্চিত শয্যায় শুয়ে রাতভোর স্মৃতি - রোমন্থন।
আহত হরিণই জানে মুগ্ধবোধ উপাখ্যান নয়
ঘাসের সবুজ হাতছানি
দুরন্ত থাবার নিচে;
সখের অরণ্যচারী তবু ড্রয়িংরুমের ওম্ থেকে
পড়শিকে শোনাবে এক দারুণ বাঘের গল্প
চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়ে
কুলতলির গাঁয়ে অপ্রসর শাড়িতে তখন ঢাকে না বিষণ্ণ সিঁথি
নির্জন খাড়ির ধারে অভিশপ্ত গাছের শাখায়
ছেঁড়া কাপড়ের টুকরো হাত নাড়ে সমুদ্রের তীব্র হাহাকারে
মাটির দাওয়ায় একা গরম ভাতের স্বপ্ন বিভোর ছেলেটা
শিকেয় ঝোলানো হাঁড়ি দোল খায় নিষ্ঠুর বাতাসে
ভাঙা পাঁচিলের গায়ে কপিশ চোখের মত নিম্ - জ্যোৎস্না
দাউ দাউ জ্বেলেছে আগুন বিপন্ন অস্তিত্ব জুড়ে; বন
উপোসী বউটার পেটে বাঘের গর্জন
রক্ত আর্তনাদে মাখামাখি শুয়ে থাকে
অর্ধভুক্ত শবের মতন

গোলাপের বনে ঝড়

ইতস্তত পড়ে আছে লাল পাপড়ি - ছিন্নভিন্ন গোলাপের দেহ;
কাল রাতে আমার উদ্যানে ঘাতকের মতো ঝড়
উন্মত্ত নিষ্ঠুর হাতে খণ্ড খণ্ড করে গেছে অন্ধকারে
গোলাপের অমল শরীর!
রোদ্দুরের করতলে উচ্ছলিত প্রাণের সবুজে
নক্ষত্রের নীল স্বপ্নে আমার উদ্যান
আলোকিত প্রত্যয়ের অনিন্দ্য আবিরে
ক্রমশ রঞ্জিত করে তিলোত্তমা আরেক পৃথিবী;
বিষণ্ণ শ্মশানে আজ জেগে আছি
মৃত চোখ কাটা মুণ্ডু শবের পাহাড়ে -
কল্লোলিনী রক্তনদী!
(কত রক্ত দিতে পার শিশুরা আমার!)
জিঘাংসার অগ্নিদহে স্বপ্ন পুড়ে যায়? রক্তের মিছিলে ঢাকে
আকাশের মুখ?
ঘাতকের ক্রূর হাতে অব্যাহত মৃত্যুর শমন?
কত বৃষ্টি হয়ে গেছে কত ঝড় চক্রান্তের মেঘে -
সূর্যের তপস্যা চোখে অন্ধকারে জেগে থাকে আমার উদ্যান
মৃত্যুহীন গোলাপের জন্ম দেবে বলে।

রমেশ পুরকায়স্থ